ভোটের ফযীলত

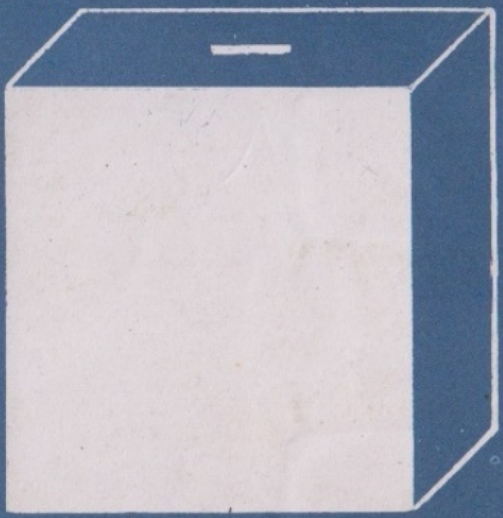

আবদুল গাফ্‌ফার

ভোটের ফযীলত

আবদুল গাফ্‌ফার

খুশবু প্রকাশনী
১৬-সি মধুবাগ-ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
মুসতাহিদুল ইসলাম (বাবু)
খুশবু প্রকাশনী
১৬-সি মধুবাগ-ঢাকা

১ম সংস্করণ
জিলহজ্জ ১৪১৬
বৈশাখ ১৪০৩
এপ্রিল ১৯৯৬

বিনিময় ঃ ৪.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

প্রফেসর্স বুক কর্ণার
ওয়ারলেস রেল গেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।

আশা বুক কর্ণার
ওয়ারলেস রেল গেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।

আল হেরা প্রকাশনী
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।

খন্দকার প্রকাশনী
৩৯, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।

একাডেমী লাইব্রেরী
৪৩, দেওয়ানজী পুকুর লেন
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

আল আমিন লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

আদর্শ বই বিতান
চাপাই নবাবগঞ্জ।

আল আমিন লাইব্রেরী
সদর রোড, ভোলা।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভোট কি
দেব কাকে

বর্তমান ভোট এবং রসূলের (সা) জিহাদ

সাধারণত আমাদের সমাজে ভোট দেয়াকে একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার বলে মনে করে, মনে করে ভোট দেয়া আমার ইচ্ছা, দিলে দিলাম না দিলে না দিলাম এতে পাপ পুণ্যের কোন ব্যাপার নেই, এটা কোন দ্বীনি ব্যাপারও নয়। অপর দিকে ভোট দান সম্পর্কেও ধারণা অত্যন্ত হালকা। মনে করে আমার এলাকার লোক তাকে ভোটটা দিতে হবে। অমুক আত্মীয় দাঁড়িয়েছে ভোটটা তাকে দেয়া উচিত। এছাড়া দলের পক্ষ থেকে যদি কলা গাছ দাঁড় করানো হয় তবে তাকেই ভোট দেয়। অনেক পরহেজগার নামাযি, পীরভক্ত এবং তাবলীগ জামায়াতের ভাইয়েরা লোক পর্যন্তও ভোট সম্বন্ধে এই ধরনের ধারণা রাখে। কিছু সংখ্যক এমন পরহেজগার লোকও দেখা যায় যারা ভোটই দেন না। এগুলোকে তারা দুনিয়াবী কাজ মনে করেন। উপরোক্ত দৃষ্টিভংগীর কারণে ভাল লোকরাই সাধারণত ভোট দানে বিরত থাকেন।

অপর দিকে যারা স্বার্থবাদী বা ইসলাম বিরোধী তারা ভোটের ব্যাপারে খুবই সজাগ। তারা তাদের আদর্শ, দল বা স্বার্থের জন্য নিজের ভোট তো দেনই সাধ্যমত জাল ভোট দেন।

ভোট সম্পর্কে সমাজের ভাল লোকগণ নিরুৎসাহী হওয়ার কারণে স্বার্থন্বেষী ভোট বিক্রিকারী ও সন্ত্রাসীরা মিলে জনগণকে উল্টাসিধা বুঝিয়ে তাদের পছন্দমত সরকার প্রতিষ্ঠা করে। স্বার্থান্বেসী লোকদের প্রচেষ্টায় যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এই সরকার দ্বীন বা সমাজ কল্যাণের কাজ অতটুকুই করে যতটুকু করলে আগামীতে গদী রক্ষা হবে। এ কারণেই দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ অথবা জাতীয়তাবাদের নামে ইসলাম বিরোধী ও স্বার্থবাদী সরকার কায়েম হয়েছে।

দীর্ঘদিন এই সকল ইসলাম বিরোধী সরকারের শাসনের ফলে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে আজ ইসলামের আছে শুধু নাম। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আমল-আখলাক, বিচার-ইনসাফ সবই হয়ে পড়েছে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের অনুরূপ। ইংরেজ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত এই অনৈসলামী সরকারসমূহ রেডিও, টেলিভিশনের অশ্লীল ও মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র নষ্ট করে চলছে। আল্লাহর হারামকৃত কাজসমূহকে এরা লাইসেন্স দিয়ে বৈধ করে দিয়েছে। আল্লাহ জিনাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, জিনার দরজা বন্ধ করতে বলেছেন–এরা জিনার লাইসেন্স দিয়ে পতিতালয় চালু করেছে। জুয়াকে আল্লাহ হারাম

www.pathagar.com

করেছেন—এরা জুয়াকে জাতীয়ভাবে চালু করছে। সূদকে আল্লাহ নির্মূল করার কথা বলেছেন—এরা এমনভাবে সূদ চালু করেছে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সূদ ত্যাগ করার কোন পথ নেই। সূদের বিরুদ্ধে আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন—সূদ চালু রেখে আমাদের সরকার আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। মোটকথা এই সকল সরকার এমন শাসন কায়েম করেছে, যে শাসনের অধীন থেকে প্রকৃত মুসলমান থাকা সম্ভব নয়।

বিশ্বের যে দেশে বা যে যুগে এই সকল সরকার ছিল সেই যুগে সেই দেশের মানুষই আল্লাহর পথ ও শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এ জন্যই আল্লাহর সকল নবীকে এই সকল সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। এই বিদ্রোহের বাণী এবং চেতনাকে সকল নবী এবং রসূল (সা) একটি মাত্র শ্লোগানের মাধ্যমে প্রচার করেছেন সেই শ্লোগানটির নাম হল কালামায়ে তাইয়্যেবা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম কারো আইন মানি না মানব না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করবো না, কারোর নিকট প্রার্থনা করবো না, কারো নিকট মাথা নত করবো না।" মূলকথা মানব হৃদয়ে এবং সমাজে আল্লাহ ছাড়া কারো প্রাধ্যান্য, বাদশাহী বা আইন চলবে না। এই শ্লোগানের দু'টি দিক, একটি রাজনৈতিক অপরটি আধ্যাত্মিক। নবীদের এই রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শ্লোগান শুনেই সর্বযুগের রাজা-বাদশাগণ ক্ষিপ্ত হয়ে নবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করেছে, নবীগণও কখনো অনৈসলামী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। শুরু করেছেন 'আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন' কায়েমের সংগ্রাম। যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিন এই সংগ্রাম চলবে।

বর্তমানেও আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। তাদের শ্লোগান হলো রাজনীতিতে দ্বীনকে (ধর্মকে) আনা যাবে না—চলবে খোদাহীন মানব রচিত আইন। নবীর পদ্ধতিতে যারা সংগ্রাম করছে তাদের শ্লোগান হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কারো আইন-বিধান মানব না'—এর চুম্বক ঘোষণা হলো 'আল্লাহর আইন চাই'। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শ্লোগান হল আল্লাহর আইন চাই। কালেমার দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর আইন কায়েমের নেতৃত্ব দিবেন স্বয়ং নবী (সা)। শেষ নবীর ইন্তিকালের পর তার অনুসারী সৎলোকগণই এই কাজ করবেন তাই শ্লোগান হল 'সৎলোকের শাসন চাই'। অতএব 'আল্লাহর আইন চাই সৎলোকের শাসন চাই' এই শ্লোগান হল 'লা-ইলাহা ইল্লাললাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই কালেমার শ্লোগান।

কাফেরদের সংগে রসূলের জিহাদ

কাফের শব্দটি বর্তমানে একটি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে যার ফলে লোকেরা কেবলমাত্র যারা আল্লাহকে স্বীকার করে তাদেরকেই কাফের বলে। প্রকৃতপক্ষে

www.pathagar.com

কাফের বেশ কয়েকটি কারণে হতে পারে। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে স্বীকার করতো একথা কুরআনে আছে। আল্লাহকে মানতো বলেই মক্কার শ্রেষ্ঠ নেতা আবদুল মোত্তালিব তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর গোলাম। মক্কার জনগণ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কারণে কাফের ছিল ব্যাপার এমন নয়, তারা নবী (সা)-কে আল্লাহর নবী স্বীকার করেনি এবং আল্লাহর বিধানই হবে রাষ্ট্রের সংবিধান সেটা তারা মানতে রাজি হয়নি। যেমন আমাদের সমাজে কাদিয়ানীগণ আল্লাহ, নবী এবং কুরআন সহ গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে কিন্তু রসূল (সা)-কে শেষ নবী মানে না। তাও তারা কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এই কথা বলে। কুরআন অমান্য করার কথা বলে না এসব কিছু বিশ্বাস করা ও কালেমা তাইয়্যেবা ঘোষণা দেয়ার পরও নবীকে শেষ নবী স্বীকার না করার কারণে তারা মুসলমান নয়।

রসূল (সা)-এর সময়েও যারা কুরআনকে জীবন বিধান হিসেবে মানেনি, দেশের আইন হিসেবে, শাসনতন্ত্র হিসেবে কুরআন মজিদকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি তাদের বিরুদ্ধে ছিল রসূলের জিহাদ। অপর দিকে যারা মুখে রসূল (সা)-কে স্বীকার করেছে, কালেমা পড়েছে, নামায, রোযা, করেছে, যাকাত দিয়েছে, হজ্জ স্বীকার করেছে কিন্তু সরকার পরিচালনায় ও বিচার ব্যবস্থায় কুরআন এবং রসূল (সা)-এর বিধান মানতে রাজি হয়নি তারা ছিল মুনাফিক। এই উভয় দলের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ জিহাদ করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

"হে নবী, কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ কর এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম ; আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৭৩)

আল্লাহ তার নবীকে উভয় শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম দিলেন এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে বললেন প্রকৃতপক্ষে এই উভয় গ্রুপ ইসলামী আইন ও ইসলামী সংস্কৃতি বাদ দিয়ে তাদের বাপদাদার কৃষ্টি-কালচার ও দেশীয় প্রচলন ও প্রথাকে এবং তাদের ইচ্ছা আকাঙ্খা ও নেতাদের গৃহিত বিধিবিধানকে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। এই ক্ষেত্রে তারা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের অনুসারী। ইহুদী, খৃস্টান ও কাফের মোশরেকগণ এক সাথে এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐকবদ্ধ হয়ে রসূলের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে থাকে, অবশেষে তারা যে সম্মিলিত আক্রমণ করে এই যুদ্ধকে কুরআন মজিদ জঙ্গে আহযাব বলে ঘোষণা করে এবং পবিত্র কুরআনে আহযাব নামে একটি সূরাও নাজিল হয়।

www.pathagar.com

এই যুগে নবী (সা) এবং সাহাবাগণ যুদ্ধ করেছেন ঢাল-তরবারী, তীর-ধনুক, নেজা-বল্লম ইত্যাদির মাধ্যমে। নবী ঢাল-তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেছেন সুতরাং ঢাল, তরবারী, তীর, নেজা, বল্লম দিয়ে যুদ্ধ করাই সুন্নত অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা সুন্নত নয় এমন কথা কেবলমাত্র যারা ইসলাম ও সুন্নত বুঝে না তারা এবং যারা ইসলামের ও মুসলমানদের বিনাশ চায় তারা বলতে পারে।

সুন্নতের সংজ্ঞা যদি এমন হয় যে, নবী (সা) যেভাবে যে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছেন সেভাবে সে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করাই সুন্নত ; অন্যভাবে অন্য অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা সুন্নত নয়। তাহলে আধুনিক কালে শত্রুগণ যখন বিমান, কামান, বোমা, মাইন, টপেডো নিয়ে আসবে মুসলমানগণ ঢাল-তলোয়ার, তীর, নেজা, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে মোকাবেলা করবে ইসলামের দুশমন বা অজ্ঞ লোক ব্যতীত এমন কথা কেউ বলতে ও বিশ্বাস করতে পারে না। প্রশ্ন জাগে তাহলে যুদ্ধের সুন্নতি তরিকা কি হবে ?

জিহাদের সুন্নতি তরিকা ঃ সুন্নতের সংজ্ঞা হিসেবে আমাদের একথা বলা ঠিক হবে না যে, রসূল (সা) তীর-তলোয়ার, নেজা, বল্লম ইত্যাদি দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। অবশ্য এগুলো দিয়েই তিনি যুদ্ধ করেছেন। সুন্নতের সংজ্ঞা হবে, এই যে, জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, মোনাফিক, কাফের, ইহুদী, খৃস্টান ইত্যাদি শক্তি যে ধরনের অস্ত্রে ইসলামী আন্দোলন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেছে নবী (সা) অনুরূপ অস্ত্র দিয়ে তাদের মোকাবিলা করেছেন। তারা তীর, তলোয়ার, নেজা, বল্লম নিয়ে এসেছে নবী (সা)-ও অনুরূপ অস্ত্রে তাদের মোকাবিলা করেছেন অতএব এই ক্ষেত্রে সুন্নতের সংজ্ঞা এটাই যে, শত্রুগণ যে ধরনের অস্ত্রে আক্রমণ করবে অনুরূপ অস্ত্রে তাদের মোকাবেলা করতে হবে।

ব্যালটের যুদ্ধ ঃ আজ দেশে দেশে আদর্শের যুদ্ধ চলছে। যারা ক্ষমতায় যাচ্ছে তাদের আদর্শে এবং নীতিতেই দেশ চলছে। দীর্ঘ ২৫ বছর হলো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, এই পঁচিশ বছরে কোন সরকার ইসলাম কায়েমের কথা বলেনি। কেউ বলেনি যে, তারা ক্ষমতায় গেলে কুরআনের শাসন বা আল্লাহর আইন কায়েম করবে। সকল সরকারই ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদের নামে ইসলাম বিরোধী আইন প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে দেশে কুরআন হাদীস বিরোধী আইন জারি হয়ে আছে। পুনরায় যদি এই ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী ও ইসলাম বিরোধীগণ ক্ষমতায় যায় ভবিষ্যতে এই দেশে ইসলামের কত ক্ষতি হবে তা ধারণা করা যায় না। পুকুরে যখন জাল ফেলে সরল মাছ কিছুই বোঝে না, ইচ্ছা করে জালের ফাঁদে চলে এসে যখন ধরা পড়ে যায় তখন বুঝতে পারে যে, এখন বাঁচার আর কোন পথ নেই। আমাদের দেশ থেকে ইসলামকে উৎখাত করার জন্য সুদূর প্রসারী জাল বিস্তার করা হয়েছে। নারী সমাজকে প্রতারণা করার জন্য বিদেশীরা নানাবিধ ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। সমাজ

www.pathagar.com

ব্যবস্থা নষ্ট করার জন্য দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র চলছে। এর কিছু নমুনা দেখা যায় রমনাগ্রীনের বৈশাখী মেলায়, নেতা-নেতৃদের মঙ্গল প্রদীপ প্রথায়, শহীদ মিনারকে শ্রদ্ধার নামে বিধর্মী মূর্তিপূজকদের প্রথার লালনে। মৃত নেতার মাজার বানিয়ে ফুলের মালা ইত্যাদি নিয়ে মেয়ে-পুরুষের শ্রদ্ধা নিবেদনে এবং শিখা অনির্বান নামে স্থায়ী আগুনের শিখা, ডিস এন্টিনা আমদানী করে চরিত্র ধ্বংস করণে এবং প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছায়াছবি ইত্যাদি প্রদর্শনে। বাংলাদেশে তাই আদর্শের লড়াই চলছে। ৪১ সাল থেকে উপমহাদেশে সুসংগঠিত ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে কুরআনী বিধান তথা 'আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন' কায়েম করার জিহাদ চলছে। সৎলোক আসমান থেকে নাজিল হয় না বিধায় জনগণের সর্বস্তরে সৎলোক তৈরির সুন্নতি তরিকায় কাজ শুরু করে ৫০ বছর পর আজ প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে জনগণ যদি সমর্থন করে তবে বাংলাদেশে ইসলামী সরকার গঠন করার জন্য জমিন প্রস্তুত। কুরআনী বিধান অনুযায়ী সকল বিভাগকে আধুনিক যুগের চাহিদা ঠিক রেখে বিন্যাশ করার মত লোক জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তাই আসন্ন নির্বাচনকে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হতে পারে নির্বাচন আবার জিহাদ হয় কিভাবে ? পূর্বেই আলোচিত হয়েছে ইসলাম বিরোধী শক্তি যে অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে অনুরূপ অস্ত্রে তার মোকাবিলা করা হল সুন্নত। বর্তমানে ব্যালটের যুদ্ধে যারা জয়ী হবে তারাই ক্ষমতায় যাবে সুতরাং বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী শক্তি ব্যালটের মাধ্যমে ইসলামকে পরাজিত করতে চাচ্ছে। অতএব ব্যালটের মাধ্যমেই তাদের মোকাবেলা করতে হবে। বর্তমানে জিহাদ হলো ব্যালটের অস্ত্র দিয়ে ভোটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শরিক হওয়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। যুদ্ধ তাদের সাথে যারা কুরআনকে আইনের উৎস বলে স্বীকার করে না। যারা আল্লাহকে সকল ক্ষমতার উৎস মানে না তারা আইনের উৎস মানে মানুষকে। তারা আল্লাহর হারাম ঘোষিত কাজকে লাইসেন্স দিয়ে চালু করে। এটাই প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর কুরআনের উপর বাস্তবে ঈমান রাখে না। তারা মুখে বলে যে, তারা কুরআনের উপর ঈমান রাখে কিন্তু তারাই নিজেদের কর্মের দ্বারা প্রমাণ করে চলছে যে, তারা কুরআনের বিধানের উপর ঈমান রাখে না। কারণ তারা কখনো বলে না যে, তারা কুরআনের আইন কায়েম করবে। কুরআন এসেছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে সুতরাং কুরআনের বিধান কায়েমের ঘোষণা না দেয়ার অর্থই হল তারা কুরআনের আইনকে অস্বীকার করে অথবা তারা কুরআনের আইনকে অবাস্তব ও অনুপযুক্ত মনে করে। তারা যদি কুরআনের আইনকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো তাহলে তারা তা কায়েম করতো। কমপক্ষে ঘোষণা দিত যে, তারা কুরআনের আইন কায়েম করবে। আল্লাহ ঐ সকল লোকের ঈমানকে ধোঁকা বলেছেন যারা মুখে বলে কুরআনের উপর ঈমান এনেছি কিন্তু বাস্তবে কুরআনের আইন কায়েম করে না। আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج

"মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী। কিন্তু তারা মু'মিন নয়। তারা আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদেরকে প্রতারিত করতে চায়।" (সূরা আল বাকারা ঃ ৮-৯)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ه وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

"মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর বিরোধী।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২০৪)

উপরোক্ত আয়াত কয়টি থেকে সকলেই বুঝতে পারে যারা নির্বাচন আসলেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে তারা কোন শ্রেণীর লোক।

আসন্ন নির্বাচন তাই এমন একটি জিহাদ যে জিহাদে একদিকে আল্লাহর আইন কায়েমের আহবান জানানো হয়েছে অপর দিকে আল্লাহর বিধান নস্যাত করে মানব রচিত আইন কায়েমের ডাক দেয়া হয়েছে। এই যুদ্ধের অস্ত্র হল ভোট বা ব্যালট। এই যুদ্ধে যারা আল্লাহর দিনের পক্ষে ভোট দিবে তারা আল্লাহর দল। যারা বিপক্ষে ভোট দিবে তারা তাগুতের দল। যারা আল্লাহর আইন কায়েমের ঘোষণা দেয় না তারা অথবা যাদের মেনিফেষ্টো বা ঘোষণা পত্রে আল্লাহর আইন বা কুরআনের বিধান কায়েমের কথা নেই তারা তাগুত বা আল্লাহর বিরোধী দল। আল্লাহ বিরোধী দলের লোকেরা ক্ষমতায় গিয়ে ইসলাম বিরোধী যত কাজ করবে যারা তাদের ভোট দিয়েছিল তারা সেই মহাপাপের অংশীদার হবে। কারণ ভোটারগণ জেনে শুনেই ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী দলকে ভোট দিয়েছে। অতএব তারা আখেরাতে আল্লাহর নিকট বলতে পারবে না যে, ওরা আল্লাহর আইন কায়েম করতে চেয়েছিল বলে ভোট দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে ওরা ক্ষমতায় গিয়ে আল্লাহর আইন কায়েম না করে ধোঁকা দিয়েছে। কারণ জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কখনো আল্লাহর আইন কায়েমের ঘোষণা দেয় না। সুতরাং ভোট দান সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা ঈমানদারদের কর্বত্য।

ভোট কি ঃ অনেকে ভোটের গুরুত্ব না বুঝার কারণে যাচাই না করে মনের খুশীমত ভোট দেয়, কেউ কোন মাতুব্বর বা চেয়ারম্যান মেম্বারের কথামত ভোট

www.pathagar.com

দেয়। আবার কেউ আত্মীয় বা এলাকার লোক দেখে ভোট দেয়। কেউ কিছু আর্থিক সুযোগ পেয়েও ভোট দেয়। এভাবে ভোটের অপব্যবহার করা খুবই বড় অপরাধ। কারণ ভোট হল মানুষের নিকট আল্লাহর দেয়া বড় একটি আমানত এই আমানত সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا ۙ

"(ঈমানদারগণ !) আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত উহার যোগ্য লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

এখানে আমানত বলতে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদের কথা বলা হয়েছে। সাথে মাল-সম্পদের কথাও থাকতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশে জনতার নিকট সবচেয়ে বড় আমানত হল ভোটের আমানত। এই আমানত প্রত্যেকের নিকট গচ্ছিত। এই আমানত পেয়ে একদল আইন সভায় যায় এম. পি. হয়। এই এম. পি.গণ দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। জনগণের উপরই নির্ভর করে তারা ইসলামী দলকে সংসদে পাঠাবে, না অনৈসলামী দলকে ? যদি কোন ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী দলকে পাঠায় তবে তারা দেশকে কুরআন সুন্নাহর দিকে নিবে না, জনগণের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করবে না। তারা মানব রচিত যে সকল আইন-কানুন চালু করবে বা বহাল রাখবে তা হবে ইসলামকে ধ্বংস করার আইন। অতএব যাদের দেয়া ভোটে ক্ষমতাবান হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী শক্তি ইসলামের বুনিয়াদ ধ্বংস করবে। এই মহাপাপের শাস্তি ঐ ভোটারদের ভোগ করতে হবে—যারা ভোট দিয়ে তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে।

ভোট কি আমানতের মধ্যে গণ্য ঃ উদ্ধৃত সূরা আন নিসার ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ "ঈমানদারগণ যাবতীয় আমানত যোগ্য লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও।"

এই আয়াতের আলোচনায় মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব তার তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে লিখেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার অধিকারীর নিকট সোপর্দ করে দাও। এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানও হতে পারে কিংবা বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারেন। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হলো এই যে, এমন সবাই এর লক্ষ্য যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সাধারণ জনগণ ও শাসকবর্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত।" (মা'আরেফুল কুরআন সংক্ষিপ্ত পৃঃ ২৫৮)

উক্ত পৃষ্ঠায় আরো লিখেছেন ঃ "এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআন করীম আমানতের বিষয়টিকে امانات বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে,

www.pathagar.com

কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধু আমানত নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে অভিহীত করা হয় এবং মনে করা হয়, বরং আমানতের আরও কিছু প্রকার ভেদ রয়েছে।" (পৃষ্ঠা ঃ ২৫৮)

"রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ তায়ালার আমানত ঃ এতে প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও মর্যাদা রয়েছে, সে সবই আল্লাহ তায়ালার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত অফিসার ও কর্মকর্তা হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়, বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য।" (উক্ত তাফসীর ঃ ২৫৯ পৃষ্ঠা)

"কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাত যোগ্য ঃ যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোন পদে নিয়োগ দান করে, তবে তার উপর আল্লাহর লানত হবে। না তার ফরজ (এবাদত) কবুল হবে, না নফল। এমনকি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। "

(জমউল ফাওয়ায়েদ ৩২৫ নং পৃষ্ঠা, উক্ত তাফসীর ২৫৯ পৃষ্ঠা)

"এ আয়াতে বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণ যোগ্য যে, এতে মহান পরোয়ারদিগার সরকারী পদসমূহকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে প্রথমেই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত যেমন শুধুমাত্র তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হয় যারা তার প্রকৃত মালিক, কোন ফকির মিসকীনকে কারো আমানত দয়াপরবশ হয়ে দিয়ে দেয়া কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধবের প্রাপ্য হক আদায় করতে গিয়ে অন্য কারো আমানত তাদেরকে দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। তেমনিভাবে সরকারী পদ যার সাথে সর্বসাধারণের অধিকার জড়িত, তাও আমানতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং কেবলমাত্র সেসব লোকই এসব আমানতের অধিকারী। যারা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থের দিক দিয়ে এসব পদের জন্য উপযোগী এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তম। আর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দিক দিয়েও যারা অন্যান্যদের তুলনায় অগ্রগণ্য। এদের ছাড়া অন্য কাউকে এসব পদ অর্পণ করা হলে আমানতের মর্যাদা রক্ষিত হবে না। (উক্ত তাফসীর পৃষ্ঠা ঃ ২৫৯)

মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ "বনী ইস্রাইলের লোকদের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক ভুলত্রুটি ছিল। তন্মধ্যে একটি এই ছিল যে, তারা তাদের পতন যুগে আমানতসমূহ

www.pathagar.com

সামগ্রীক দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় প্রধান্য প্রভুত্বের মর্যাদা সর্বাধিক অযোগ্য, অপাত্র, চরিত্রহীন, দুর্নীতিপরায়ণ ও পাপী ব্যভিচারী লোকদের নিকট অর্পণ করত। ফলে খারাপ লোকদের নেতৃত্বে সমগ্র আরবজাতি অধঃপতনের নিম্নস্তরে চলে গেল। এখানে মুসলমানদেরকে এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন এইরূপ না করে, বরং যাবতীয় আমানত যেন উহার যোগ্য লোকদের। যাদের মধ্যে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা যথাযথভাবে বর্তমান পাওয়া যাবে—তাদের নিকটই সোপর্দ করা হয়। (সূরা নিসা ৮৯ টীকা)

উক্ত আলোচনার মাধ্যমে একথাগুলো স্পষ্ট হল যে, (১) যাবতীয় আমানত যোগ্য লোকদের নিকট অর্পণ করা ফরজ। (২) কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অযোগ্য লোক নিয়োগকারী অভিসম্পাত যোগ্য। (৩) কাউকে যদি যোগ্যতা ছাড়া আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা এলাকার লোক হওয়ার কারণে নিয়োগ বা নির্বাচিত করা হয় তবে যে এই কাজ করবে, তার কোন ফরজ অথবা নফল এবাদত কবুল হবে না।

অতএব ভোটের মাধ্যমে জনগণ দেশের সর্বোচ্চ পদে লোক নির্বাচন করে থাকে। এখানে যদি যোগ্য লোক নির্বাচন না করা হয়, যদি বন্ধু, আত্মীয় বা অন্য কোন কারণে ভোট দেয়া হয়, তবে কত বড় অপরাধ হবে। একজন মুসলমানের নিকট সবচেয়ে অযোগ্য হল ঐ দলের নমিনি যে দল আল্লাহর আইন কায়েমের ঘোষণা দেয় না। আল্লাহর দৃষ্টিতে যোগ্যতার প্রথম শর্ত হল আল্লাহর আইন কায়েমে রাজি হওয়া এবং ইসলামী জ্ঞান ও বস্তুনিষ্ঠ যোগ্যতায় পারদর্শী হওয়া।

ভোট না দিলে কি হয় ঃ অনেক লোক ভোট না দেয়াটাকে খুব ভাল মনে করে। তাদের ধারণা এই সকল দুনিয়াবী কাজ এতে না যাওয়াই ভাল। এটা আসলেই ভুল ধারণা বা শয়তানের ধোঁকা। কারণ আল্লাহ দ্বীন কায়েম করার জন্য জিহাদ করা ফরজ। বর্তমানে যারা কোন দ্বীন কায়েম করতে চায় তারা নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টে যাবে এবং সেখানে গিয়ে আইন তৈরী করবে এবং সরকার গঠন করে দেশ চালাবে। দেশ যারা চালাবে তাদের রুচি অনুসারেই দেশের সাধারণ জনগণ চলতে বাধ্য হবে। সরকার কিভাবে মানুষের চাল-চলন পাল্টায় তার ছোট্ট একটি নমুনা হল—মুসলিম শাসন আমলে পাগড়ী এবং শিরওয়ানী ছিল রাজা বাদশা আমীর ওমরাহদের পোশাক। ইংরেজ এসে পিয়ন ও খানসামা, বাবুর্চিদের ইউনিফরম করেছিল পাগড়ী এবং শিরওয়ানীকে। ফলে মুসলমান ভদ্রলোকেরা পাগড়ী শিরওয়ানীকে ঘৃণা করে সুট টাইকে গ্রহণ করলো। হাজার হাজার ওয়াজ দ্বারা এটা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। কাজেই কোন নির্বাচনে যদি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যিকার কোন ইসলামী দল অংশগ্রহণ করে তাহলে সেই নির্বাচনে উক্ত দলকে শুধু ভোট দেয়াই নয় সর্বাত্মক সাহায্য করা ফরজ। কারণ প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য একামতে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা ফরজ। আল্লাহ বলেন ঃ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ অর্থাৎ "(ঈমানদারগণ) তোমরা আল্লাহর বিধান কায়েম কর এবং এই ব্যাপারে কোনরূপ মতপার্থক্য করো না।" (সূরা আশশুরা ঃ ১৩)

www.pathagar.com

বর্তমানে যেহেতু ভোটের মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম হয়, চাই সেটা ধর্মনিরপেক্ষ হোক অথবা দ্বীন ইসলাম হোক। এই অবস্থায় ভোট না দেয়া (১) ইসলাম কায়েমের বিরোধী হওয়া। (২) ইসলাম বিরোধী আইন কায়েমে সাহায্য করা। অর্থাৎ ইসলামকে উৎখাত করা। যে লোক ইসলামকে সমাজ থেকে উৎখাত করে তার ব্যক্তিগত নামায, রোযা ও পরহেজগারীর কোন মূল্য আল্লাহর নিকট থাকতে পারে না। যে লোক ভোট যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি নেয় সে প্রকৃতপক্ষে জিহাদ থেকেই ছুটি নেয়। জিহাদ থেকে ছুটি নেয়ার কোন সুযোগই ইসলামে নেই—এমনকি নবী (সা)-কে পর্যন্ত শরয়ী কারণ ব্যতীত কাউকে জিহাদ থেকে ছুটি দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাবুক যুদ্ধের সময় কিছু লোক নানা রকম ওজর দেখিয়ে নবীর (সা) নিকট থেকে ছুটি নিয়েছিল। আল্লাহ এই জন্য নবীকে ইঙ্গিতে ধমক দিয়ে নিম্নলিখিত আয়াত নাজিল করেন ঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ○ لَايَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ○ اِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

"(হে নবী) আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। কেন তুমি তাদেরকে (জিহাদ থেকে) ছুটি দিলে তোমার নিকট এটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত যে, (ঈমানের দাবীতে) কারা সত্যবাদী এবং এটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত যে, (ঈমানের দাবীতে) কারা মিথ্যাবাদী। যারা আল্লাহ এবং আখেরাতে ঈমান রাখে তারা কখনো জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা থেকে ছুটি চাইতে পারে না। আল্লাহ ঈমানদারদেরকে ভালভাবে জানেন। তারাই কেবল (জিহাদ থেকে) ছুটি চাইতে পারে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং যাদের অন্তরে রয়েছে সন্দেহ এবং তারা সন্দেহের কারণে দ্বিধাগ্রস্ত।। (সূরা তাওবা ঃ ৪৩-৪৫)

অতএব ইসলাম কায়েমের আহবানকারী দল ময়দানে থাকা অবস্থায় ভোট না দেয়া মস্তবড় গুনাহ। কারণ তার ভোট না দেয়ার কারণে ইসলামের পক্ষের একটা ভোট কমলো এবং জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর একটা ভোট বাড়লো।

ভোটটি নষ্ট করা যাবে না ঃ অনেক লোক এমন দেখা যায় যারা মনে করে যে, সে যাকে ভোট দিবে তিনি যদি পাশ না করেন তাহলে তার ভোট নষ্ট হবে। এই ধারণায় যে লোক পাশ করবে বলে মনে করে তাকেই ভোট দেয়, সে যদি

www.pathagar.com

ইসলাম বিরোধী বা মোনাফিক হয় তবুও। ইসলামের পক্ষের ক্যানডিডেট সম্পর্কে বলে, "সেত পাশ করবে না তাকে ভোট দিয়ে ভোটটি নষ্ট করবো কেন ?" এই ধরনের কথা না বুঝে অথবা মুনাফিকির কারণেই শুধু বলা হয়ে থাকে। কারণ ভোটত এমন কোন জিনিস নয় যে, যার কোন অর্থ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নেই। প্রকৃতপক্ষে ভোট দান অর্থ হল (১) পক্ষ অবলম্বন (২) রাষ্ট্রে এবং সমাজে কার আইন চলবে এটার পক্ষে সমর্থন দান। আমি যাকে ভোট দিলাম আমি তার পক্ষ অবলম্বন করলাম। সুতরাং আমি যদি এমন একটি দলের ক্যানডিডেটকে ভোট দেই যে দল আল্লাহর বিধান কায়েমের ঘোষণা দেয় না, তাহলে ভোট দিয়ে আমি নিজেকে আল্লাহর বিধান কায়েমের বিরোধী পক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত করলাম। এটা প্রকৃতপক্ষে কুফরী। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ

"হুকুম দান এবং আইন তৈরির মালিক একমাত্র আল্লাহ।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

"সৃষ্টি যার আইন চলবে তার।" (সূরা আরাফ ঃ ৫৪)

অতএব আমি ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী বা ইসলামী দল ছাড়া অন্য কোন দলকে ভোট দিয়ে মানুষকে আইন তৈরির ক্ষমতা দিলাম। সুতরাং আমি উপরোক্ত আয়াত দু'টিকে অস্বীকার করলাম। কুরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করা কুফরী। কাজেই কোন ইসলামী দল থাকা অবস্থায় অনৈসলামী দলকে ভোট দেয়া এবং ভোট না দেয়া উভয়টিই কুফরী।

ভাল লোককে ভোট দেয়া ঃ নির্বাচন দুই ধরনের (১) লোকাল গভর্নমেন্টের নির্বাচন, (২) জাতীয় নির্বাচন। লোকাল গভর্নমেন্ট অর্থ ইউনিয়ন কাউন্সিল, পৌরসভা ইত্যাদি। এখানে কোন আইন তৈরি হয় না। দেশের পার্লামেন্ট যে আইন পাশ করে সেই আইনে এরা সংস্থা চালায়—এখানে নির্বাচন হয় ব্যক্তি নির্ভর। সুতরাং যার চরিত্র ভাল এখানে তাকে ভোট দিলেই চলতে পারে তবুও এই ভাল বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি কোন অনৈসলামী দলের সদস্য হয় তাকে ভোট দেয়া ঠিক নয়। দ্বিতীয় যে নির্বাচন সেটা জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে যারা জিতবে তারা দেশের আইন বিধান তৈরি করবে। এটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে কোন ব্যক্তি যদি আপাত দৃষ্টিতে খুব ভাল বলে মনে হয়, ভাল ভাল কথা বলে, নামায পড়ে, রোযা করে, দাড়ি ও টুপিধারী হয় কিন্তু সে এমন কোন দলের নমিনি হয়, যে দলটি আল্লাহর আইন কায়েমের ইতিবাচক (Positive) ঘোষণা দেয় না, যে দলের

www.pathagar.com

গঠনতন্ত্র কুরআন সুন্নাহ মোতাবিক নয়, যে দল ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদের আহবায়ক তাহলে সে ব্যক্তি দেখতে যতই পরহেজগার হোক প্রকৃতপক্ষে সে পরহেজগার হতে পারে না। কারণ কোন আল্লাহ ওয়ালা পরহেজগার লোক ইসলাম চায় না এমন কোন দলের নমিনি হতে পারে না। হয় সে বুঝে না, না হয় তার পরহেজগারী মোনাফিকী। যেমন রসূলের জামানায় একদল লোক পরহেজগারীর নমুনা হিসেবে মসজিদ তৈরি করলো নবী (সা) এই মসজিদ ভেঙ্গে চুরে জ্বালিয়ে দিলেন।

ইসলামী দলকে ভোট দিলে ভোট নষ্ট হয় না ঃ কোন পার্লামেন্ট বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যদি এমন কোন দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যে দল সত্যিকার অর্থে ইসলাম চায়। তাদের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র, রেজুলেশন এবং দলীয় কার্যকলাপ যদি ইসলামী হয় তবে এই দলকে সত্যিকার ইসলামী দল বলা যায়। তাহলে এই রকম ইসলামী দলকে ভোট না দিয়ে যে দল প্রকাশ্যে আল্লাহর আইনের ঘোষণা দেয় না সেই দল বা সেই দলের নমিনিকে ভোট দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হতে পারে না। এই ক্ষেত্রে ইসলামী দল ভোট বেশী পাক কম পাক ইসলামী দলকে ভোট দিতে হবে অন্যথায় ঈমানের দাবী আদায় হবে না। এই ক্ষেত্রে ইসলামী দলের পক্ষে যদি মাত্র আমার একটা ভোট পড়ে তবুও আমার ভোট সার্থক হল। এখানে দলে ভারী বা বিজয়ী হওয়ার উপর ব্যর্থতা বা স্বার্থকতা নির্ভর করে না। ঈমানের পক্ষে যদি আমি একা হই তবুও ঈমান নিয়ে শহীদ হতে পারবো। মিথ্যা বাতিলকে দলে ভারী দেখে ভোট দিলে দুনিয়ার সামান্য সুবিধা হলেও আখেরাত বরবাদ হওয়ার শঙ্কা বিদ্যমান। সুতরাং ইসলামী দল ভোট কম পাক বেশী পাক ভোট সেখানেই দিতে হবে এতেই ভোট নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচবে।

যে কোন ইসলামী দলের দাবীদারকে ভোট দিলেই কি হবে ঃ জাতীয় বা পার্লামেন্টের নির্বাচনে একাধিক ইসলামী দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কিছুতেই বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। কারণ যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ বা সমাজতন্ত্রের মত কুফরী মতবাদের সাথে ইসলামের মোকাবেলা হচ্ছে সেখানে ইসলামের পক্ষের ভোট ভাগ করে দেয়া খুবই আত্মঘাতি এবং ক্ষতিকর। এই জাতীয় অবস্থা কখন কিভাবে সৃষ্টি হয়। যদি একাধিক ইসলামী দল দেশে বর্তমান থাকে এবং বছরের পর বছর এই দলগুলো সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রে এবং সমাজে ইসলাম কায়েমের জন্য জানমাল দিয়ে জিহাদ করতে থাকে এবং এদের মধ্যে পলিচিগত কোন মতপার্থক্যের জন্য একাধিক দলে বিভক্ত থাকে এবং প্রমাণে দেখা যায় সবগুলো দলেরই প্রধান লক্ষ্য ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। যোগ্যতার দৃষ্টিতেও প্রত্যেকটি দল প্রায় পাশাপাশি হয়। এমতাবস্থায় যে কোন একটি ইসলামী দলকে ভোট দিলে ঈমানের দাবী আদায় হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ "হে

www.pathagar.com

ঈমানদারগণ আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত যোগ্যতম ব্যক্তির উপর অর্পণ কর।" যদি দেখা যায় সারা বছর মাদ্রাসা নিয়েই থাকেন, অথবা খানকা নিয়ে পীর মুরিদিতে ব্যস্ত থেকে নামমাত্র একটা রাজনৈতিক দল দাঁড় করে রাখা হয়। সারা বছর তাদের প্রধান কাজ আন্দোলন নয়, ছাত্র অঙ্গনে তাদের কোন কার্যকর পদচারণা নেই, নেই কৃষক শ্রমিক অংগনে, নেই অন্যান্য পেশায় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ; রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাদের নিকট ট্রেনিং প্রাপ্ত যোগ্য লোক নেই, লোকেরা তাদের যতটুকু রাজনৈতিক নেতা জানে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী জানে হুজুর হিসেবে। এই ধরনের দলের জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রকৃত ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি করা উচিত নয়। এরপরও যদি এই সকল নামমাত্র ইসলামী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাহলে ইসলামী জনতাকে তখন ভাবতে হবে যে, ভোট নষ্ট করা উচিত নয় কারণ এই সকল নামমাত্র ইসলামী দলকে ভোট দিলে, ইসলামের পক্ষের ভোট ভাগ হবে লাভ হবে বাতিলের—ইসলাম বিরোধী দলের। প্রত্যেকটি ইসলাম বিরোধী বড় দলে কিছু আলেম পীর আছেন। এই সমস্ত দলের ওলামা গ্রুপও আছে।[১] আধুনিক নির্বাচনী যুদ্ধের একটি বড় কৌশল হল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকদের ভিতর থেকে ভিন্ন নামে ইলেকশনে নামিয়ে দেয়া। আমাদের দেশেও জাতীয় আন্তর্জাতিক চক্রান্ত আলেমদের ব্যবহার করে ইসলামী দলের ভোট ভাগ করার ব্যাপক চেষ্টা চালায়। সুতরাং সকল মুসলমানকে এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। ভারত বিভাগের পূর্বে কংগ্রেস এই পলিচি অবলম্বন করে দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীকে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল কিন্তু ভারত বিভাগ ঠেকাতে পারেনি। মুসলিম জনগণ কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিল। আজও সেই কংগ্রেসী আলেমগণ খুবই তৎপর বলে ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। ভারত থেকে কংগ্রেসী আলেম আসাদ মাদানী এবং কাশানী বাবা এসে বিভ্রান্ত করছে। কাজেই ইসলামী শাসনতন্ত্রের কথা বললেই তাদেরকে ভোট দিলে ইসলাম ও মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। সুতরাং আসন্ন নির্বাচনে ঐ দলকেই ভোট দিতে হবে যে দলকে ভোট দিলে বাংলাদেশে ইসলামী সরকার কায়েম সম্ভব।

সকল ইসলামী মহলের নিকট আবেদন ঃ যারা প্রিয় জন্মভূমিকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চান, যারা ভারতীয় চক্রান্ত থেকে বাঁচতে চান, যারা ফারাক্কার কবল থেকে ও বিদেশী আগ্রাসন থেকে উদ্ধার পেতে চান, যারা এনজিওদের অপতৎপরতা থেকে নারী সমাজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে চান, যারা দেশের গরীব ও দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে চান তারা একটি রেজিমেন্টের অনুকরণে ঐকবদ্ধ হয়ে ইসলাম কায়েমের জন্য এগিয়ে আসুন। একটা রেজিমেন্টের সকলেই যুদ্ধ করে না কিন্তু সবাই মিলিটারী। সেখানে কেউ যুদ্ধ করে, কেউ গোলাবারুদ হেফাজত

১. আমার লিখা "আলেমগণ নানামতে যেতে হবে নবীর পথে" পুস্তকে এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে পড়ে দেখতে পারেন।

www.pathagar.com

করে ও এগিয়ে দেয়, কেউ খবর আদান প্রদান করে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার ইত্যাদি। এরা সকলেই প্রকৃতপক্ষে মিলিটারী। সবাই মিলে যুদ্ধ করে নিজ নিজ কাজ আঞ্জাম দেয়ার মাধ্যমে। ইসলামের এই জিহাদেও যারা ময়দানে কাজ করে, ট্রেনিং দিয়ে লোক গঠন করে, ময়দানে বাতিলের মোকাবিলায় জীবন দেয় তাদের সাথে একাত্ম হয়ে মাদ্রাসাগুলো ইসলামী শিক্ষা দিয়ে তরুণদেরকে জিহাদের ময়দানে পাঠাবে মাদ্রাসার মোহতামিমকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা লাগবে না। খানকাগুলো সত্যিকার মোত্তাকি জাকের তৈরি করবে, পীর সাহেবদেরও ভিন্ন নামে রাজনৈতিক দল দাঁড় করতে হবে না। অনুরূপ মসজিদ, মক্তবসহ সকল ইসলামী সংস্থা আপন আপন স্থানে কাজ করে আসন্ন নির্বাচনে এক দল হয়ে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ আমাদের দেশে চীর আকাঙ্খিত ইসলামী সমাজ কায়েম হতে পারে। যারা না বুঝে দুশমনদের প্ররোচনায় ইসলামের নামে নমিনি দিয়ে ভুল করছেন, তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করা দরকার। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই '৯১-এর নির্বাচনে আটরশির পীর সাহেব নিশ্চয় বুঝেছেন খানকার কাজে তার সাথে লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনতা থাকলেও নির্বাচনে ইসলামী দলকেই ভোট দিয়েছে।

শেষ আবেদন ঃ আসুন সকল ঈমানদার মিলে আসন্ন নির্বাচনকে জিহাদ হিসেবে গ্রহণ করে নির্বাচনের ময়দানে জান এবং মাল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ি। সকল ভুল বুঝাবুঝি পরিহার করে যে ইসলামী দলটিকে ঈমান, ইলম ও আন্দোলনে সবচেয়ে যোগ্য মনে করি সে দলটিকে ভোট দিয়ে দেশে কুরআনের পার্লামেন্ট কায়েম করি এবং 'আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসনের' শ্লোগান দিয়ে কালেমায়ে তাইয়্যেবার শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করি।

এভাবে জানমাল দিয়ে চেষ্টা করে যদি ইসলামী দলকে ভোট দেই তবে সেটা অবশ্যই জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে বলে আশা করি। সুতরাং ভোটের ফযীলত হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ফযীলত। ইসলামের প্রথম কথাই জিহাদ অর্থাৎ বাতিলের বিরুদ্ধে কালেমার শ্লোগান—সকল বাতিল শক্তিকে অস্বীকার করার ঘোষণা। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

খুশবু প্রকাশনী
১৬-সি মধুবাগ-ঢাকা